Through Knowledge Towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

গবেষণার বিষয়

ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান

তত্ত্বাবধায়নে:
মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেন:
আফসানা মুবিন
রোল: ২০২০২০৫২২১৫

তারিখঃ ৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge Towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

গবেষণার বিষয়

ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নে:
মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেন:
আফসানা মুবিন
রোল: ২০২০২০৫২২১৫

Through Knowledge Towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফসানা মুবিন, আইডিঃ ২০২০২০৫২২১৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(

ত্বত্তাবধায়নেঃ
মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা– আইওএম

এক্সটারনালঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আফসানা মুবিন

আইডিঃ ২০২০২০৫২২১৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা

তারিখঃ

০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

১ ভূমিকা 1

১.১ কর্মসংস্থান কী? 1

১.২ কর্মস্থান তৈরি: ইসলামে উৎসাহ ও নির্দেশনা 1

১.৩ ইসলামে কাজের গুরুত্ব 3

১.৪ নারীর কর্মসংস্থান 5

২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা 6

২.১ সাহাবীদের (রাঃ) ও তৎপরবর্তী সময়ে নারীর কর্মপরিসর ও সেই সম্পর্কিত হাদীস 6

২.২ বর্তমান সময়ে নারীর কর্মসংস্থান 10

২.৩ নারী কর্মসংস্থানের সুবিধা-অসুবিধা 11

৩ উপাত্ত বিশ্লেষণ 15

৩.১ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী 15

৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে নারী 16

৩.৩ নারীর কর্মসংস্থানের শরঈ বিশ্লেষণ 21

৪ উপসংহার 26

তথ্যসূত্রঃ 27

১ ভূমিকা

১.১ কর্মসংস্থান কী?

কোনো কাজ নিয়মিত ভাবে সম্পাদনের প্রক্রিয়াই হল কর্মসংস্থান। ব্যক্তি বা সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানের উছিলায় মানুষ তাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে, পরিশ্রম করে অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে এমনকি সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করতে পারে। কর্মসংস্থানের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, যেমন শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প-কলা, ব্যবসা, কৃষি, প্রযুক্তি ইত্যাদি।

১.২ কর্মস্থান তৈরি: ইসলামে উৎসাহ ও নির্দেশনা

মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য ইসলাম উপার্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে। বৈধ উপায়ে জীবিকা উপার্জন নবী-রাসূলদেরও (আঃ) সুন্নত। পৃথিবীর বুকে প্রথম মানুষ ছিলেন হযরত আদম (আ.)। তিনি পৃথিবীতে এসে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি নিজ হাতে কাজ করেছেন; পরিবারের খাবারের ইনতেজাম করেছেন। এভাবে যত নবী-রাসূল (আঃ) পৃথিবীতে এসেছেন তাঁদের সবাই জীবিকা নির্বাহ করেছেন এবং তাঁদের সাথিদেরও কর্মের মাধ্যমে জীবনযাপনে উৎসাহ দিয়েছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের কাজ নিজে করতেন। নবুয়তের আগে জীবনের বড় একটা অংশ কাটিয়েছেন পশুপালন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সাহাবাদেরও (রাঃ) কর্মে উৎসাহ দিতেন। তাছাড়া ইসলামে শ্রমজীবী মানুষকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাহাবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবীজি (সাঃ) কম-বেশি এমন বলেছেন যে, "হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং বৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জন করো। কেননা কোনো প্রাণীই তার নির্ধারিত রিজিক পূর্ণ না করে মৃত্যুবরণ করবে না, যদিও কিছু বিলম্ব ঘটে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং সৎভাবে জীবিকা অর্জন করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।" [সুনান ইবনে মাজাহ: ২১৪৪]

জীবন ধারণে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-বিনোদন ইত্যাদি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন। দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে ইসলামি জীবনদর্শনে অভ্যস্ত। ইসলাম এসব মৌলিক চাহিদার বিষয়ে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, তা সবারই জানা উচিত। আর বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে যেখানে কর্মসংস্থানকে রাষ্ট্র অন্যতম অগ্রাধিকারের খাত বলে ঘোষণা করেছে, সেখানে ইসলামি জীবন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রাসঙ্গিক বলেই মনে করা দরকার। আমাদের সম্মানিত আলেমদের উচিত কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যাবতীয় মাসায়েল জাতির সামনে পেশ করা। আর এদিকে সাধারণ মানুষেরও কর্তব্য আলেমদের থেকে এসব জেনে নেওয়া। কর্মসংস্থান তৈরি ও অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে। সূরা জুমআর ১০ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে যার অনুবাদ, "অতঃপর যখন সালাত শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো আর আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।" এখানে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মুফাসসির প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত হওয়াকে নির্দেশ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রাসূল (সাঃ) কম-বেশি এমন বলেছেন যে, "তোমাদের কারও পক্ষে এক বোঝা জ্বালানি সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নিয়ে আসা কারও কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম। কেননা অনেক সময় সওয়াল করলে সে দিতেও পারে আবার নাও পারে।" [সহীহ বুখারিঃ ২০৭৪]।

আত্মকর্মসংস্থানের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) এর থেকে জানা যায় যে, "নিজ হাতের শ্রমে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম আহার কেউ কখনো করেনি। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।" [সহীহ বুখারিঃ ২০৭২]।

ইসলামে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোনো শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কেননা হালাল রুজি ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না। ইসলাম তাকওয়ার ওপর গুরুত্ব দেয়; তবে সমাজ ও অর্থনৈতিক সাফল্যের বাইরে গিয়ে নয়। এটাই রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ। কেননা তিনি সংসার করেছেন, ব্যক্তি ও পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য কখনো অন্যের অধীনে কাজ করেছেন, আবার কখনো নিজেই আত্মকর্মসংস্থান করেছেন। সুতরাং সবচেয়ে আদর্শ সুন্নাহ হলো হালাল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্যক্তি ও পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটানোর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন করা। ইসলামি নির্দেশনার আলোকে যদি কেউ

কর্মসংস্থান করে, তাহলে সত্যিকার অর্থে তিনি একজন সফল মানুষ ও সফল মুমিন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন-

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا۟ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَٰبِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٥

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতগুলো, যার তলদেশ দিয়ে নহরগুলো প্রবাহিত।" [সূরা বাকারাঃ ২৫]।

১.৩ ইসলামে কাজের গুরুত্ব

ধর্ম, ঈমান ও উত্তম জীবনযাপনের পাথেয় হিসেবে কাজই হলো মূল। এজন্যই ইসলাম ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিয়েছে। ইসলামের এ দিকটি বাস্তবায়নের অভাবেই আমরা বিশ্বব্যাপী বেকারত্ব ও দারিদ্র দেখতে পাই। মুসলিম বিশ্বে অধিকাংশ জনসংখ্যাই বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে নিষ্পেষিত। কিন্তু দারিদ্র থেকে পানাহ চাওয়া রাসূল (সাঃ) এর শিক্ষা। কেননা তিনি (সাঃ) কম-বেশি এমন বলেছেন, "কখনো দারিদ্র কুফুরীতে নিয়ে যায় আর হিংসা তাকদীরকে অতিক্রম করে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ করো এবং বলো, হে সাত আসমান ও আরশে আযীমের রব! আমাদের ঋণ পরিশোধ করার তাওফীক দিন এবং দারিদ্র থেকে মুক্তি দিন।" [আত তাবারানি]

আবূ বকর (রাঃ) নিজে ব্যবসা করে পরিবার পরিচালনা করতেন। তিনি খলীফা নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রীয় কাজে সময় দেওয়ার কারণে ব্যবসার কাজে সময় দিতে না পারায় বাইতুল মাল থেকে খরচ নিতেন। যখন আবূ বকর (রাঃ) কে খলীফা বানানো হলো, তখন তিনি বললেন, "আমার ক্বওম জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণ পোষণে অপর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু এখন আমি জনগণের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত হয়ে গিয়েছি। অতএব, আবূ বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং আবূ বকর (রাঃ) মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।" [সহীহ বুখারী: ২০৭০]

এখানে কাজ বলতে মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে, যার অর্থনৈতিক মূল্য আছে, চাই তা শারীরিক পরিশ্রম হোক বা চিন্তা-ভাবনা ও মানসিক পরিশ্রম। ইসলামি

শরীয়ত অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা হারাম করেছে; যেমন, যাবতীয় মাদকদ্রব্য, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, ইত্যাদিকে হারাম করেছে। কেননা, এগুলো মানুষের বিবেকের কর্মশক্তিকে লোপ করে দেয় ও উন্নত চরিত্রকে ধ্বংস করে দেয় ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জনের উপায় বের করে। ধর্ম ও জীবন ধারণের মূল উপাদান হিসেবে কাজের প্রকৃত গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে ইসলাম কাজের ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ ও উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছে। কাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে ইসলামের নিম্নোক্ত বিধান থেকেই বুঝা যাবে যে, ইসলাম মানুষের থেকে কী ধরনের কাজ চায় ও কাজের কী কী গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়।

- ইসলাম ব্যক্তির কাজ আদায়ের ধরন ও উৎপাদনের মধ্যে সমন্বয় করেছে, তাকে কমপক্ষে এতটুকু কাজ করতে হবে যা তার প্রয়োজন মিটায় ও সমাজও এর দ্বারা উপকৃত হয়। কেননা ব্যক্তি উপকৃত হলেও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। তার কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতির জীবন যাপনের মাঝে একটা স্পষ্ট ও উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকতে হবে। এটাই আল-কুরআনে বার বার বলা হয়েছে যে, সৎ ও কল্যাণকর কাজ করতে হবে। কেননা যারাই সৎকাজ করবে তারাই সফলকাম হবে।
- ইসলাম ব্যক্তির কাজের মর্যাদাকে সম্মানিত করে তুলে ধরেছে এবং তার মর্যাদাকেও সুউচ্চে সমাসীন করেছে। তার কাজ, পরিশ্রম ও সমাজের জন্য তার অবদানের পরিমাণ অনুযায়ী সমাজে তার মর্যাদা ও অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। সে কোনো বিষয়ে দক্ষ ও পারদর্শী হলে তাকে সে পদে অধিষ্ঠিত করতে ইসলাম আদেশ দিয়েছে। অযোগ্য, অদক্ষ ও অলসের স্থান ইসলামি সমাজে নেই।
- ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টিকে কল্যাণকর কাজের আদেশ দিয়েছে, এর দ্বারা তাকে দারিদ্র, বেকারত্ব, অসলতা, অক্ষমতা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তাকে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপার্জন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হবে।
- ইসলাম কাজটি সুন্দর ও পূর্ণতার সাথে সম্পন্ন করতে আদেশ দিয়েছে। ব্যক্তির দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উত্তমরূপে কাজটি করতে হবে, যাতে কাজটি সর্বোচ্চ ফলাপ্রসূ, উৎপাদনমুখী ও নিখুঁত হয়।
- ব্যক্তির সর্বোচ্চ চেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা কাজের মান ও পূর্ণতা প্রকাশ পায়। ইসলাম কাজের ক্ষেত্রে গুণগত মান বজায় রাখতে নির্দেশ দিয়েছে। উৎপাদিত জিনিসের সর্বোত্তম মান রক্ষা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন ফেরত পাওয়াই হলো ইসলামের নির্দেশ।

আর এটার উপায় হলো জ্ঞান ও পারদর্শিতা অর্জন করা। কাজের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের জ্ঞানার্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম জ্ঞানীর সম্মান ও মর্যাদা বহু গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জানিয়েছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।" [সূরা মুজাদালাঃ ১১]

- ইসলাম রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করেছে যেন জনগণকে উৎপাদনশীল কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। আমিরুল মুমিনীন উমার (রাঃ) বলেছেন, "তোমাদের কেউ রিযিকের অন্বেষণ থেকে বিরত থেকে যেন বসে না থাকে। কেননা আসমান থেকে সোনা রুপা অবতীর্ণ হয় না।" রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো সক্ষম যুবকদেরকে কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তাদেরকে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে ছোট ছোট প্রকল্পের ব্যবস্থা করা। জমি আবাদ, মরুভূমি ও অনাবাদি ভূমি আবাদের ব্যবস্থা করা ব্যক্তি ও সমষ্টির ওপর ফরয।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি নিজের পবিত্র হাতে ইসলামের প্রথম মসজিদ কুবা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি ছোট বড় কোনো কাজকেই অবজ্ঞা করতেন না। তিনি সাহাবীদেরকে কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিয়েছেন। আরব ও মুসলিম উম্মতের ক্ষুদ্র কাজের ব্যাপারে হীনমন্যতাকে পরিবর্তন করা খুবই দরকার। কোনো কাজকেই খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বিশ্বকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে রাষ্ট্রপতির যেমন দরকার তেমনি দিনমজুর, কুলি, মেথরেরও দরকার। সবাই সবার পেশাকে সম্মান করা উচিৎ। কাজকে ছোট করে দেখা হলো অবনতি ও পশ্চাৎপদতার অন্যতম আলামত।

১.৪ নারীর কর্মসংস্থান

ইসলাম পেশা গ্রহণে নারীকে বাধ্য করেননি, একইভাবে প্রয়োজনে নারীর উপার্জনকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেনি। কারণ অর্থাভাবে মানুষ পরমুখাপেক্ষী হয় এবং মানবতা বিনষ্ট হয়। রাসূল (সাঃ), সাহাবী (রাঃ) এবং তাবেয়ীদের (রহঃ) যুগে নারীদের শরঈ পর্দার ভেতরে থেকে সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজে যোগদানের সুযোগ ছিল। এই সময়ে নারীদের কাজের ধরন অনেকটা সামান্য ছিল এবং প্রায়ই তাদের প্রাথমিক কর্তৃত্ব ছিল পরিবারিক

কাজে। নারীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ঘরের কাজ এবং শিশু পালনে সময় কাটত। এছাড়াও, তারা সামাজিক কাজে যোগদান করতেন যেমন চারিত্রিক ও সামাজিক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান, চিকিৎসা সেবা, সাহিত্য ও কাব্য সৃষ্টি ইত্যাদি। তারা প্রধানত ঘরের কাজ ও সামাজিক কর্মসংস্থানে যোগদান করেন যা সমাজের প্রগতি ও উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইসলামে নারীদের শিক্ষা, সমাজিক অংশগ্রহণ, দেশ ও সমাজের অনুভূতি তৈরি ইত্যাদি প্রশিক্ষণ সাবলীল করা হয়েছিল তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে।

বর্তমানে সারা বিশ্বেই বিভিন্ন সংস্থা, সরকারি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন অগ্রণী সংগঠনের প্রযুক্তি, নীতি এবং প্রয়োগের মাধ্যমে, বিশেষভাবে গত কয়েক দশকে, নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা এবং পদক্ষেপ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন দেশে, নারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ, ব্যবসা, প্রশাসনিক কাজ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসংস্থানে তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর দিকে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিশেষত, কিছু দেশে নারীদের বেতনের সমানতা, বেশি নিরাপত্তা, সুযোগ ও সুবিধা নিয়ে নিজেদের অধিকার বেশি করে দাবি করতে দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও, বিভিন্ন অগ্রণী সংস্থা ও সরকার নারীদের পেশাদার সম্প্রসারণে সহায়তা করছে এবং তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এহেন কার্যকলাপ শরীয়তের সীমারেখার দিকে খেয়াল রেখে করা হচ্ছে কিনা সেটাই হচ্ছে মুমিনদের জীবনে আলোচ্য বিষয়।

২ সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

২.১ সাহাবীদের (রাঃ) ও তৎপরবর্তী সময়ে নারীর কর্মপরিসর ও সেই সম্পর্কিত হাদীস

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবী নারীরা (রাঃ) ধর্ম প্রসারে অবদান রেখেছিলেন এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অংশ নেওয়ার জন্য যোগ দিতেন। কিছু মহিলা সাহাবী বাজারে বা শিল্পে কাজ করতেন। আবার, কিছু নারী কৃষি কাজে এবং সামাজিক কর্মসংস্থানে যোগ দিতেন। নবী (সা:) এর যুগ থেকে হাজার বছরের মুসলিম শাসনের ইতিহাসে, মহিলাদের জ্ঞান, সেবা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা

লাভ করেছিলেন, এবং শরীয়তের মানগুলির মধ্যে থেকে উদাহরণ সূচিত করেছিলেন যেখানে মহিলারা ইসলামী নীতিমালার মধ্যে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং কাজ করতেন।

জ্ঞানচর্চাঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিভিন্নভাবে নারীদের জ্ঞানচর্চার সুযোগ দিয়েছেন। মদিনার নারীরা একবার রাসূলের (সাঃ) কাছে অভিযোগ করে বলেন, "পুরুষরা আপনার কাছে আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই আপনি আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে দিন। তিনি তাদের বিশেষ একটি দিনের অঙ্গীকার করেন; সেদিন তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং দিকনির্দেশনা দিলেন।" [সহীহ বুখারিঃ ১০১]

রাসূলের (সাঃ) যুগে অনেক প্রাজ্ঞ নারী সাহাবি (রাঃ) ছিলেন; যেমন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদের অসামান্য অবদান নিয়ে ৪৩ খন্ডের বিশাল এক বিশ্বকোষ রচনা করেছেন ক্যামব্রিজ ইসলামিক কলেজের ডিন ড. মুহাম্মদ আকরাম নদভি। এ গ্রন্থে তিনি ১০ হাজারের বেশি নারী হাদিসবিশারদ ও শিক্ষাবিদের জীবন-কর্ম-অবদান তুলে ধরেন।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বঃ ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা রাজনীতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে না থাকলেও তারা বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং রাজনৈতিক সংকট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আয়েশা (রাঃ) মুআবিয়া (রাঃ) ও আলী (রাঃ)-এর মধ্যকার সংকট নিরসনে এগিয়ে আসেন। তেমনি সাওদা বিনতে আম্মারা বিন আশতার হামদানি (রাঃ) তার গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে মুআবিয়া (রাঃ)-এর কাছে যান এবং দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। মুআবিয়া (রাঃ) তাদের দাবি মেনে নেন এবং ইবনে আরতাকে বরখাস্ত করেন। [আকদুল ফারিদ, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৪-৪৬]

সমাজসেবাঃ সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবায়ও অংশ নেন। তারা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলীফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জুবাইদা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজীদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াক্ফ করেন। [তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭] এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হত।

ব্যবসা-বাণিজ্যঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে নারীরা ব্যবসা-বাণিজ্যও করতেন। নারী সাহাবি কায়লা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো এক ওমরাহ আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমি একজন নারী। আমি বেচাকেনা করি। আমি কোনো জিনিস কিনতে চাইলে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছাই। আবার আমি কোনো জিনিস বিক্রি করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যে নেমে আসি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে কায়লা! এমন করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত মূল্যই বলো, হয় তোমাকে দেওয়া হবে, নয় দেওয়া হবে না। তিনি আরও বলেন, তুমি কোনো কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার কাঙ্ক্ষিত দামই চাও, হয় তুমি দেবে অথবা দেবে না।“ [সুনান ইবনে মাজাহঃ ২২০৪]

চিকিৎসাঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যারা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আম্মাজান আয়েশা (রাঃ) নিজেও চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। উরওয়া (রহঃ) বলেন, “আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রাঃ) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, খালা, আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি।“ [সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ ২/১৮২]

সাহাবাযুগে নারী সাহাবি উম্মে সুলাইমের (রাঃ) নেতৃত্বে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হতো। [আবু দাউদঃ ১৫৭৫] মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাদের কেউ কেউ ‘মাশিখাতুত তিব’ তথা ‘মেডিসিন বিভাগীয় প্রধান’পদেও অধিষ্ঠিত হন। [আহমদ ইসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্তান ফিল-ইসলাম] রুফায়দা আল-আসলামিয়া প্রথম মহিলা ডাক্তার ছিলেন। রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় তাকে মদিনার মসজিদের পাশে তাঁবু টানিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি যুদ্ধাহত মুসলিম সেনাদের শুশ্রূষা করতেন।

কৃষিকাজঃ রাসূল (সাঃ)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) থেকে দীর্ঘ এক হাদিসে এসেছে, তিনি বলেন, “যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তার কোনো ধন-সম্পদ ছিল না। এমনকি কোনো স্থাবর

জমি-জমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তার উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। রাসূল (সাঃ) জোবায়েরকে একখণ্ড জমি দিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল।“ [সহীহ বুখারিঃ ৫২২৪] হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রাঃ) খালা তালাকপ্রাপ্ত হলে তিনি খেজুর বাগান থেকে খেজুর সংগ্রহ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা জানতে পেরে বললেন, “এতে কোনো ক্ষতি নেই।”

হস্তশিল্পঃ রাসূল (সাঃ)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ‘তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সাক্ষাৎ পাবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা।‘ সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা তিনি হাতের কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন।“ [সহীহ মুসলিমঃ ৬০৯৪]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী রায়িতা (রাঃ) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ১৬০৩০]

অন্যান্য পেশাঃ স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। লুবনি (রহ.) ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পণ্ডিত। রাবিয়া কসিসাহ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ বক্তা। মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। উমর (রাঃ) তাকে আদালতের ‘কাজাউল হাসাবাহ’ তথা ‘অ্যাকাউন্ট্যাবিলিটি কোর্ট এবং ও ‘কাজাউস সুক’তথা ‘মার্কেট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’-এর দায়িত্বে নিয়োগ দেন। [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াঃ ৫/৭৮]

২.২ বর্তমান সময়ে নারীর কর্মসংস্থান

বর্তমানে নারীদের কাজের ধরনে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এসেছে। নারীরা আজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সক্রিয়। শিক্ষা ও পেশাদারী, প্রযুক্তির উন্নতি, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দ্বারা তাদের পেশাদারী অংশ বাড়ছে। নারীদের ব্যবসা করা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা নিয়ে গভীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। তারা ছোট ব্যবসার মালিক থাকতে পারেন এবং প্রযুক্তিগত অবস্থায় ব্যবসা চালিয়ে থাকতে পারেন। নারীদের অংশগ্রহণে সামাজিক কর্মসংস্থানে বেশি দৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে, যেমন সামাজিক সংগঠন কর্ম, নারী ও শিশু সম্পর্কিত প্রকল্প ইত্যাদি। সাহিত্য, কাব্য, শিল্প কর্ম ইত্যাদি এই সময়ে নারীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। অনেকে নারীরা এই ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা বিকাশ করে থাকেন।

ঘরে বসেও পেশাগত জীবনে সাফল্য ছিনিয়ে আনছে তাদের অনেকে। বিকল্প পেশা হিসেবে তারা ফ্রিল্যান্সিং, হস্ত ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগকে বেছে নিচ্ছে। অনলাইন মার্কেটিংয়ের সুবাদে তারা ঘরে বসে পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ পাচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তির সহযোগিতায় ঘরে বসেই পর্যবেক্ষণ করতে পারছে নিজ নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মুসলিম অর্থনীতিবিদদের দাবি, ফ্রিল্যান্সিং হতে পারে মুসলিম নারীদের বিকল্প কর্মসংস্থান। ক্রমবিকাশমান এই কর্মক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা নিজেদের মেধা ও প্রতিভার মাধ্যমে স্থান করে নিতে পারে পর্দার বিধান মান্য করেও। তবে এ জন্য প্রয়োজন কাজ ও ভাষাগত দক্ষতা। ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিম নারীদের জন্য পেশাগত এই দক্ষতা অর্জন করা যতটা সহজ, এশীয় ও আফ্রিকান মুসলিম নারীদের জন্য ততটা সহজ নয়।

বাংলাদেশের নারীরা এখন পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও স্বপ্নময় ভবিষ্যত বিনির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশে চাকরি করতেও উৎসাহিত হচ্ছেন। সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সূত্র মতে, গত ১০ বছরে গড়ে প্রায় ৫ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক বিভিন্ন পেশায় চাকরি নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমিয়েছেন, যেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিকও রয়েছেন। বর্তমানে ১৬০ দেশে প্রায় ১ কোটির কাছাকাছি বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন। সরকারিভাবে বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে (জিডিপি) নারীর অবদান ২০ শতাংশ। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, নারী-পুরুষ ভেদে বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। নারী

শ্রমিকেরা সাধারণত হাউজকিপার, গার্মেন্টসকর্মী, মিডওয়াইফ, বেবি সিটার, কেয়ারগিভার, ডে কেয়ার কর্মী, নার্স ও বিউটিশিয়ান পেশায় নিয়োজিত হচ্ছেন।

২.৩ নারী কর্মসংস্থানের সুবিধা-অসুবিধা

ইসলাম নারীকে ইজ্জত ও আবরু রক্ষার্থে সলজ্জ ও শালীন জীবন যাপন করতে বলেছে। আর এটাই নারীর সহজাত প্রবৃত্তি যে সে নিজের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে চলাকেই পছন্দ করবে। কিন্তু বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক চাপের কারণেই হোক অথবা নারীবাদের মত ফিতনাহের জালে পা দিয়েই হোক, আজকের নারীরা ব্যাপকভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করাকে বেছে নিচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে এর দ্বারা আর্থ-সামাজিক উন্নতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি ধর্মীয় পরিসরে।

পর্দা নারীর জন্য একটি ফরজ বিধান। আল-কুরআনে ইরশাদ আছে-

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۪ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْۤ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۪ وَ لَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ؕ وَ تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٣١)

“আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।“ [আন-নূরঃ ৩১]

বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায় ইসলামের এই ফরজ পর্দার বিধান মেনে নারীর পক্ষে অনেক অফিস-আদালতেই কাজ করা কঠিন। আর পোশাকের পর্দা সম্ভব হলেও একই কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সহাবস্থান দৃষ্টিগোচর যা ইসলামে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্তরের বিক্ষিপ্ততা এবং যৌন উত্তেজনাকে বৃদ্ধি করার একটি বিরাট মাধ্যম। কারণ, কোনো পুরুষ অন্য কোনো নারীর সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেই তো সে তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। তেমনিভাবে কোনো নারী অন্য কোনো পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেই তো সে তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। অন্যথায় নয়। আর তখনই উভয়ের মধ্যে পরস্পর গোপনে মিলনের চিন্তা আসে এবং তখনই ব্যভিচার সংঘটিত হয়। আল্লামা ইবনুল-কাইয়্যেম রহ. বলেন যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই সকল বিপদ ও অঘটনের মূল। এরই কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের ওপর ব্যাপক শাস্তি নেমে আসে এবং এরই কারণে দুনিয়াতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। রাসূল (সাঃ) বলেন-

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

“কোনো পুরুষ অন্য কোনো মহিলার সাথে একান্তে মিলিত হলে শয়তান হয় তাদের তৃতীয় জন”। [তিরমিযীঃ ১১৭১]

তবে হ্যাঁ, পৃথক কর্মসংস্থান থাকলে সেটি ভিন্ন। কিন্তু আজকাল সেইভাবে নারীদের আলাদা কর্মসংস্থানের প্রতি নজর দেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক উদাসীনতা পরিলক্ষিত।

সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনাহ পরিলক্ষিত হয় প্রবাস-গমনকারী নারীদের ক্ষেত্রে। ঘরের নারী বাইরে যাবেন অর্থ উপার্জন করতে আর তার সন্তান ও অন্যান্যদের দেখাশোনার জন্য ভিনদেশ থেকে নারী আসবে। সেও আসবে অর্থ উপার্জনের জন্য। এতে কমপক্ষে দুটি পরিবারের সন্তানেরা মায়ের স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হবে, এর বিপরীতে পাবে মায়ের কামানো অর্থের পরশ। এর পরিণতিতে পরিবারে ধ্বস নেমে আসা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না দিনশেষে।

এরপর আসে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি। মাহারাম ব্যতীত ঘরের বাইরে কাজ করতে গিয়ে নারীদেরকে বিভিন্ন ভাবে বিপদে পড়তে দেখা যায়; এমনকি সম্ভ্রমহানির মত অবস্থায়ও পড়তে দেখা যায়। উচ্চ শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত কর্মজীবী নারীরা তাদের

কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ পুরুষ সহকর্মীদের কাছে নানাভাবে অসামাজিক ও অনৈতিক নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মজীবী মেয়েরাও পুরুষ সহকর্মীদের সাথে অতিরিক্ত মাখামাখি করে পরিবেশকে দূষিত করছে। এইসব ক্ষেত্রে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এই অসামাজিক কর্মকাণ্ডকে আরও প্রকট করছে। পৃথিবীর কোনো ধর্মই মানবজাতিকে অনৈতিকতা শিক্ষা দেয় না। যথার্থ ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ কর্মক্ষেত্রে নারীদেরকে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে পারে।

যে সমস্ত নারী পারিবারিকভাবে নির্যাতিত অথবা তালাকপ্রাপ্ত অথবা বিধবা তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করাটা একরকম বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। কিন্তু নারীদের জন্য শরঈ পর্দা করে কাজ করার মত কর্মক্ষেত্র বলা যায় একেবারেই অপ্রতুল। ইসলাম নারীদেরকে সামাজিক, আর্থিক নিরাপত্তা দেয়ার জন্য মেয়েদের উপর আয়-রোজগারের দায়িত্ব বর্তায় না সত্য কিন্তু আজ সব জায়গায় ইসলামি শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে অনীহা দেখানোর ফলে এবং পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সবার মাঝে ইসলামী শরীয়তের সীমালঙ্ঘনের প্রবণতার কারণে নারীদেরকে ঘরের বাইরে এসে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। এই ব্যাপারে দ্বীনহীন তো বটেই এমনকি দ্বীনদারদের মহলেও যথেষ্ট উদাসীনতা দেখা যায়। আর কোন উপায় না পেয়ে নারীদেরকে নিজেদের গণ্ডির বাইরে এসে পুরুষদের সাথে একই কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে বাধ্য হতে হয়। এটা কোনভাবেই কাম্য নয় এবং এটা তো আল্লাহ তা'আলার দেয়া হুকুমের স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন। পর্দার যথার্থ অনুসরণ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সামাজিক ও নৈতিক নিরাপত্তার সর্বোচ্চ গ্যারান্টি। সম্ভব হলে নারীদের পৃথক কর্মসংস্থান, পৃথক পরিবহন ব্যবস্থা মেয়েদের কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত ও ব্যাপকতর করতে পারে। কেননা সমাজের কিছু অংশ আছে যে ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আয়-রোজগার করাই ফিতনাহ মোকাবিলা করার একমাত্র উপায়।

নারীদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করার অবশ্য কিছু উপকারিতা আছে। নারী শিক্ষক বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বতন্ত্র বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মহিলা কলেজ, মহিলা ইউনিভার্সিটি পরিচালনা সম্ভব। এতে করে বাড়বে নারী শিক্ষার হার। আজকাল অনেক নারীই সংকোচবোধের কারণে নিজেদের নানাবিধ অসুস্থতার কথা পুরুষ ডাক্তারের সাথে আলাপ করতে চান না বলে গোপনে নিজের ভিতরে রোগের লালন করেন, সেক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তারের মাধ্যমে নারীদের উন্নত চিকিৎসাকে করে তোলা যাবে আরও অনেক বেশি সহজ।

ফ্রিল্যান্সিংয়ে ও নারীরা নিজেদের অবদান রাখতে পারে ঘরে বসেই, উপার্জন করতে পারে বৈদেশিক মুদ্রা। এক্ষেত্রে ইসলামের কোনো বাঁধা নেই। ইসলাম ঐ উন্নতি চায় যা সকলের কল্যাণ সাধন করে, কারো ক্ষতির কারণ হয় না। নারীর স্বাধীনতাকামীরা যদি নারীর মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা চাইত, তাহলে নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষা হয় এমন পথই বেছে নিত। যেটা করেছে ইসলাম। ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেয়ার স্বার্থে দেনমোহর, পিতা, স্বামী সন্তানের মিরাস এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তা ঠিক রেখে অর্থ উপার্জনের অধিকার দিয়েছে। তার উপর তো কারো ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেই। কিন্তু তার আমরণ ভরণ পোষণের দায়িত্ব হয় পিতার, নয় স্বামীর না হয় সন্তানের।

এ কথা আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে, কর্মের ময়দান দুটি, ঘর এবং বাহির। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি ঘরের ময়দানে নারীর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। (আর এ প্রয়োজন গৃহকর্মী নারীর দ্বারা সম্ভব নয়, প্রয়োজন মা ও গৃহকর্ত্রীর) এটা আল্লাহর বিধান, প্রকৃতির নিয়ম। এর ব্যাতিক্রম হলে বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, “আমরা শেষমেষ এ দেশের নারী সমাজকে কোন্ পর্যায়ে পৌঁছাতে চাচ্ছি? নারীর অসম্মান, অসতিত্ব ও অপবিত্রতার এমন পর্যায়ে যা পশ্চিমা নারীর এক বিশাল অংশের; বরং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাগ্যে ছিল? যেখানে পৌঁছার পর নারিত্বের সবচে বড় সম্পদটুকুই খোয়া যায় নি; বরং প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্রোহের ফলে সেখানে পরিবার ব্যবস্থায়ও ধস নেমেছে? অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, রাস্তা পরিষ্কার করা ও হোটেলে গ্রাহকদের বিছানা ঠিক করা থেকে শুরু করে নিজের শরীর দেখানো পর্যন্ত পৃথিবীর এমন ঘৃণ্য থেকে ঘৃণ্যতম কাজ নেই, যা নারীদের উপর চাপানো হয় নি। একদিকে সন্তান মাতৃমমতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, গৃহ-গৃহকর্ত্রীর অভাবে হাহাকার করছে, অন্যদিকে পথ ঘাট, হাট-মাঠ নারীর শোভা-সৌন্দর্যে মজে থাকছে; কৃত্রিম সাজে বাণিজ্য বিজ্ঞাপনের কাজ হচ্ছে, তার এক একটা অঙ্গকে লালসার টোপ বানিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ডাক দেওয়া হচ্ছে। আসুন আমাদের সেবা নিন, আমাদের পণ্য কিনুন।“

আর যেসব যুক্তিতে নারীকে ঘরের বাইরে আনার চেষ্টা চলছে সে সম্পর্কে তিনি বলেন, “নারীদের ঘরের বাইরে আনার জন্য বর্তমানে একটা যুক্তি ভালোই কাজ দিচ্ছে। তা এই যে, ‘জাতি গঠন ও জাতির উন্নয়নে আমরা আমাদের অর্ধ সমাজকে এভাবে নিষ্ক্রিয় রাখতে পারি না।‘ যুক্তিটা শুনে মনে হয়, আমাদের দেশের সকল পুরুষকে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে পুরুষের দ্বারা যতটুকু কাজে নেয়া সম্ভব তা পুরোপুরি করিয়ে

নেওয়া হয়ে গেছে। এখন কোনো পুরুষ বেরোযগার নেই; বরং হাজার হাজার কাজ পড়ে আছে 'মানব শক্তির' অপেক্ষায়। তাছাড়া যে নারী জাতির পরিবার ব্যবস্থার মৌলিক সেবাগুলো প্রদান করছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের কর্মপুরুষদের লালন-পালন করছে এবং তার অমূল্য নারিত্ব সম্পদ দিয়ে সমাজে পবিত্রতা, অনাবিলতা এবং সতিত্ব ও চরিত্রের উন্নততর মূল্যবোধ রক্ষার পূতকার্য সম্পন্ন করছে তাকে 'অচল অঙ্গ' বলে ব্যক্ত করা পাশ্চাত্যের কূতর্কেরই কারিশমা। যাদের চোখে কর্মক্ষম শুধু সে-ই যে বেশি থেকে বেশি অর্থ উপার্জন করে; এতে সারা দেশে যতই নৈতিক ধ্বস নামুক আর চরিত্র বিধ্বংসী বীজ ছড়াক। আর যে উপার্জন করে না সে-ই 'অচল অঙ্গ', সমাজের নীতি নৈতিকতার বিনির্মাণে তার শত অবদানই থাকুক না কেন। [ইসলাহে মুআশারাত/সমাজ সংশোধনের দিক নির্দেশনা,মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী,রাহনুমা প্রকাশনী,বাংলাবাজার থেকে প্রকাশিত,পৃ. ১০৪,১০৫]

৩ উপাত্ত বিশ্লেষণ

৩.১ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

নারীর প্রতি ইসলামের দৃষ্টি পরম আন্তরিক। নারী জাতি মায়ের জাতি। মাতৃত্বের মহান সম্মান আল্লাহ তাদের দান করেছেন। মা হিসেবে, মেয়ে হিসেবে, বোন হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে তাদের রয়েছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার স্থান। নারীর যথার্থ মূল্যায়ন ও পরিচর্যায় ইসলাম যে নির্দেশনা দিয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আল্লাহ-বিশ্বাসী প্রতিটি মানুষ নারীর সাথে উত্তম আচরণ করতে বাধ্য এবং আল্লাহ কর্তৃক আদিষ্ট। নারীকে নিরাপদ রাখার জন্য, সব ধরনের যৌন হয়রানী থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের উপরই কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু পুরুষ বা শুধু নারীর উপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং নারী-পুরুষ উভয়ের সমান সচেতনতায় আমাদের সমাজটা অনেক বেশি সুন্দর ও নিরাপদ হয়ে উঠতে পারে।

পুরুষকে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ.

“মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা।“ [সূরা নূরঃ ৩০]

নবীজী ইরশাদ করেছেন-

يَا عَلِيّ لَا تُتْبِعِ النّظْرَةَ النّظْرَةَ فَإِنّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ.

“হে আলী! (পর নারীর প্রতি অনিচ্ছায়) চোখ পড়ে গেলে আবার তাকিও না। কারণ প্রথমবারের দৃষ্টি তোমাকে মাফ করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার এ ছাড় থাকবে না।“ [জামে তিরমিযীঃ হাদীস ২১৪৯]

নারীকে আল্লাহ সৌন্দর্য দান করেছেন, এমন সৌন্দর্য যার তুলনা সৃষ্টিজগতের কোথাও নেই। সেই সঙ্গে দিয়েছেন দুর্বলতা, এমন দুর্বলতা যা পুরুষের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষকে সৌন্দর্য দেননি, দিয়েছেন শক্তি; শারীরিক, মানসিক, স্বাস্থ্যগত শক্তি এবং অন্যান্য শক্তি। তো এসব শক্তি হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য, যার কারণে সে লাভ করেছে পরিচালনা ও নেতৃত্বের মর্যাদা। পুরুষরা নারীদের উপর ব্যবস্থাপক। নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় মানব সভ্যতার ভিত গড়ে উঠেছে। ইসলাম বলে, পুরুষ সংগ্রামমুখর জীবনে ঘাম ঝরিয়ে জীবিকা উপার্জন করবে। আর স্ত্রী মনের মাধুরী মিশিয়ে পরম যতে সংসার দেখা-শোনা করবে। সংসার নারীর রাজ্য। সে এর মুকুটহীন রাণী। উপার্জনের কঠিন দায়িত্ব ইসলাম নারীর কাঁধে চাপায়নি। বরং জীবনের প্রতিটি ধাপে তার সমস্ত প্রয়োজন, শখ-আহ্লাদ পূরণের জন্য কর্তব্যপরায়ণ, হৃদয়বান দায়িত্বশীল স্থির করে রেখেছে।

৩.২ ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মক্ষেত্রে নারী

ইসলামই নারী উন্নয়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবক্তা। কখনই এর বিপক্ষে নয়। নারী নির্যাতনের এক চরম সন্ধিক্ষনে দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের নির্যাতিত ও নিগৃহীত নারীর পক্ষে ইসলামই সর্বাগ্রে আওয়াজ বুলন্দ করেছে। জীবন্ত প্রোথিত হওয়ার আবহ থেকে, পন্য হিসাবে বাজারে বিক্রি হওয়ার পরিবেশ থেকে উঠিয়ে এনে নারীকে সম্মানের রাজাসনে ইসলামই সর্বপ্রথম অধিষ্ঠিত করেছে। সামাজিক সমূহনিগ্রহের অক্টোপাস থেকে মুক্ত করে নারীকে স্বাধীন জীবন উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছে। নারীর মর্যাদাকে করেছে সমুন্নত। মাতৃত্বের গৌরবে বিভূষিত নারীদেহ যাতে যার তার লালসা ও লোলুপ

দৃষ্টির শিকার না হয় সেজন্য পর্দার বিধান দিয়ে মানব-রূপী পশুদের দৃষ্টি সীমার অন্তরালে নিয়ে নারীকে করেছে দুর্লভ, মহামূল্যবান ও মহাসম্মানী। বিয়েতে মোহরের প্রথার প্রবর্তন করে নারীর মূল্য যে পুরুষের তুলনায় বেশি সে বিষয়টি পরিস্কার করে দিয়েছে। পারিবারিক অর্থযোগানের দায়-দায়িত্ব ও কায়িক কষ্টকর শ্রমের বোঝা নারীর উপর অর্পন না করে পুরুষের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর নারীকে আগামী পৃথিবীর জন্য যোগ্য, আদর্শবান, সৎপরায়ন, ন্যায়নিষ্ঠ ও মমত্ববোধ সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলার সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব অর্পন করে তাকে মর্যাদার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। কোনরূপ আর্থিক ব্যয়ের দায়িত্ব নারীর উপর অর্পন না করেও পৈত্রিক উত্তরাধিকারে তাকে পুরুষের অর্ধেক প্রদান করে তার জীবনের অর্থনৈতিক ভিৎেক করা হয়েছে সুদৃঢ়। যাতে দুর্যোগের মোকাবেলা সে সহজেই করতে পারে। যৌথ জীবনে পুরুষকে তার অভিভাবক সাব্যস্ত করে সমস্ত জটিলতা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রেখে নারীকে দান করেছে উদ্বেগহীন এক আনন্দময় জীবন। বলতে গেলে ইসলাম নারীকে যে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে তার চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। পৃথিবীতে কেউ দেয়নি কোন কালে দিতে পারবেনা ।

ইসলামে নারীদের অধিকার নিশ্চয়তা প্রমাণের জন্য রাসূল (সাঃ) এর নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ্য-

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নিরাপত্তা সূত্রে গ্রহণ করেছো। এবং তোমরা তাদের সতীত্বকে আল্লাহর বিধানের বিনিময়ে বৈধ করে নিয়েছো। তোমাদের উপর তাদের সঙ্গত ভরণ পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।" [সহীহ মুসলিমঃ **১২১৮**; সুনান তিরমিযীঃ **১১৬৩**]

স্ত্রী গরিব হোক বা ধনী।অসুস্থ হোক সুস্থ। বৃদ্ধা হোক বা যুবতী, সর্বাবস্থায় স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। এমনকি স্বামীর অনুমতিক্রমে স্ত্রী তার বাবার বাড়ি থাকলেও ভরণ-পোষণের অধিকারী হবে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীস কমবেশি এমন যে, "তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তোমাদের ওপর। তোমরা তা স্বাভাবিকভাবে আদায় করবে।" [আবু দাউদঃ **১৯০৫**]

বস্তুতঃ নারী-পুরুষের স্বভাব ও মেজাজ বিবেচনা করে ইসলাম কোনক্ষেত্রে নারীকে দায়িত্ব দিয়েছে কম পুরুষকে দিয়েছে বেশি। আর কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছে

কম নারীকে দিয়েছে বেশি। আবার-অধিকারের প্রশ্নেও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে দেওয়া হয়েছে বেশি আর নারীকে দেওয়া হয়েছে কম বা নারীকে দেওয়া হয়েছে বেশি কিন্তু পুরুষকে দেওয়া হয়েছে কম। তবে এ ধরনের ক্ষেত্র খুব একটা বেশি নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইসলাম উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকারে সাম্য বিধান করেছে । যেসব ক্ষেত্রে কাউকে বেশি ও কাউকে কম দেওয়া হয়েছে তার যুক্তিসঙ্গত কারন ব্যাখ্যা করে দিয়েছে ইসলাম। সামাজিক ভারসাম্য ও পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্যই যে এরূপ করা হয়েছে তা বলা বাহুল্য। ইসলামের এই ভারসাম্য পূর্ণ নীতি অনুসরন করে দেড় হাজার বছর যাবত মুসলিম সমাজ নির্বিঘে পরম শান্তি ও শৃংখলার সাথে অতিবাহিত করে আসছে তাদের জীবন।

ইসলাম নারীর জন্য ঘরকে তার প্রাথমিক কর্মক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন আল-কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ قَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَ لَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاهِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی وَ اَقِمۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتِیۡنَ الزَّکٰوۃَ وَ اَطِعۡنَ
اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ ؕ اِنَّمَا یُرِیۡدُ اللّٰهُ لِیُذۡهِبَ عَنۡکُمُ الرِّجۡسَ اَهۡلَ الۡبَیۡتِ وَ یُطَهِّرَکُمۡ تَطۡهِیۡرًا (۳۳)

“আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের নারীদের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।“ [সূরা আল-আহযাবঃ৩৩]

"স্বামীর সংসারের দেখাশোনা করা এবং স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ করা স্ত্রীর দায়িত্ব" [সূরা আন নিসাঃ ৩৪]

হাদীস শরীফ হতে প্রাপ্ত-

"নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরে থাকে।" [তাবরানীঃ ২৯৭৪]

আরেক হাদিসে আছেঃ

“শুন! তোমরা সবাই (কোন না কোন পর্যায়ে) দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই আপন দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল, সে জিজ্ঞাসিত হবে আপন দায়িত্বাধীন নাগরিকদের ব্যাপারে। পুরুষ আপন স্ত্রী পরিজনের দায়িত্বশীল, সে

জিজ্ঞাসিত হবে আপন দায়িত্বাধীনদের ব্যাপারে, রমনী দায়িত্বশীল তার স্বামীর ঘর সংসারের। সে জিজ্ঞাসিত হবে আপন দায়িত্বাধীন বিষয়ে।“ [বুখারী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ১০৫৭ মুসলিম খন্ড-২, পৃঃ ১২২]

উক্ত হাদীস ও আয়াত থেকেও পরিস্কার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পুরুষের আর নারীর দায়িত্ব মূলত স্বামী-সংসারের দেখভাল।

নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম হতে প্রাপ্ত-

"নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা।" [ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯]

"নারীর প্রধানতম কর্তব্য হলো, তার সংসার পরিচালনা করা, তার পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা, তার সন্তানদের প্রতিপালন পরিচর্যা করে শিক্ষা দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে উপযোগী করে তোলা এবং তার স্বামীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা।" [আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ, ৭/৮২]

ইসলাম কখনই নারী অধিকারের বিপক্ষে নয়। বরং ইসলামের শুরু যুগে মুসলিম নারীদের ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ ইতিহাস স্বীকৃত। নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে পিতা,স্বামী, সন্তান বা নিকটাত্নীয়ের। যে নারীর কেউ নেই তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কোনো নারী যদি এমন অসহায় হন যে, তার কোনোই অবলম্বন নেই এবং রাষ্ট্রও তার দায়িত্ব নেয়নি। এখন তার উপার্জনের প্রয়োজন । তখন সমাজের মানুষের উচিত তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। আর তার জন্য তো ইসলামে যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছেই। এর মাধ্যমে তার প্রয়োজন পুরা হওয়া অবশ্যই সম্ভব। আর এ সবকিছু থেকে যে নারী বঞ্চিত তার উচিত বা বলতে পারি আমাদের উচিত তার উপার্জনের নিরাপদ ব্যবস্থা করা। কিন্তু কোন অবস্থাতেই আমরা একজন নারীকে অনিরাপদ পরিবেশে ঠেলে দিতে পারি না; অনিরাপদ কর্মসংস্থানের দাওয়াত দেয়া তো দূরেরকথা। সুতরাং আমরা আর সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করেছি। যা কিছুই আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তা-ই প্রত্যাখ্যাত; বাহ্যত তা যতই উন্নতি অগ্রগতি বলে মনে হোক।

ইসলামী পরিবারে নারী এবং তার সন্তানাদি ও পরিবারের ভরণপোষণ সহ যাবতীয় বাইরের দায়-দায়িত্ব পুরুষের। পক্ষান্তরে নারী হল গৃহকত্রী। সন্তান পালন ও সংসার

গোছানো তার প্রধান দায়িত্ব। সংসারে একজন নারী তার পিতার স্নেহ, ভাইয়ের ভালোবাসা, স্বামীর প্রেম ও সন্তানের শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ। কমপক্ষে উপরোক্ত চারজন পুরুষের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে একজন নারী সর্বদা নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে। কেবল হৃদয়ের বন্ধন নয়, বরং অর্থনৈতিক বন্ধনেও তারা আবদ্ধ। এজন্য ইসলাম নারীকে তার পিতা, ভাই, স্বামী ও সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রদান করেছে। এভাবে একটি মুসলিম পরিবার পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন একটি দেহের রূপ ধারণ করে। স্বাস্থ্য ও স্বভাবগত কারণে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র পৃথক করে দিয়েছে এবং উভয়ের জন্য সকল ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। সেকারণ নারীকে সন্তান ধারণ ও লালন-পালন এবং সংসার দেখাশুনার দায়িত্ব দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে পরিবারের ভরণ-পোষণ ও অর্থোপার্জন সহ অন্যান্য গুরুদায়িত্ব পালনের বোঝা বহন করা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং একাজ পুরুষের উপর চাপিয়েছে। উভয়ের বুদ্ধিমত্তা, শরীর ও স্বভাবকে আল্লাহ ভিতর ও বাইরের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে দায়িত্ব বেশী থাকার কারণে পুরুষকে মীরাছের অংশ বেশী দেওয়া হয়েছে। নারীকে তার মৌলিক প্রয়োজন তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে দায়মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এসব দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। সেকারণ পুরুষের অংশ দ্বিগুণ করা হয়েছে। মেয়েরা স্বামীর কাছ থেকে তার মর্যাদার প্রতি সম্মান হিসাবে মোহরানা লাভ করে থাকে। যা তার জন্য একটি উদ্বৃত্ত পাওনা স্বরূপ। যা তাকে সংসারে খরচ করতে হয় না। অথচ পুরুষ মোহরানা প্রদান করে থাকে। যা তার জন্য একটি বিরাট ব্যয় স্বরূপ। এরপরেও তাকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সহ সংসারের সব খরচ বহন করতে হয়। দেখা যায় যে, মেয়ে যা পায়, তা থেকে যায়। কিন্তু ছেলে নিঃস্ব হয়ে যায়। বোন তার ভাইয়ের তুলনায় অর্ধেক পেলেও সে তার মা, দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই এমনকি অবস্থা ভেদে অন্যান্য আত্মীয় থেকেও মীরাছ লাভ করে থাকে। যা একত্রে যোগ করলে ভাইদের তুলনায় বরং বেশী হয়ে যায়। কন্যা তার মীরাছ নিয়ে স্বামীগৃহে চলে যায়। স্বামীগৃহ তার নিজগৃহ বলে গণ্য হয়। স্বামী ও সন্তানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধি তখন তার জীবনে মুখ্য বিষয় হয়। পক্ষান্তরে পুত্র তার পিতার সংসার, সম্মান, ঐতিহ্য ও পিতার আত্মীয়-পরিজন সবকিছুর দায়-দায়িত্ব বহন করে।

চলমান পরিস্থিতিতে বিদেশে নারী শ্রমিক পাঠানো শরিয়ত সমর্থন করে কিনা জানতে চাইলে শায়খ জাকারিয়া ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের পরিচালক মুফতি মিযানুর রহমান সাঈদ বলেন, “ইসলামে মাহরাম ছাড়া নারীদের দূরবর্তী সফর করা বৈধ নয়। নারী

শ্রমিক পাঠানোর ক্ষেত্রে স্পষ্টতই শরিয়ত নির্ধারিত পর্দার বিধান লংঘন। তাছাড়া নারীরা বিদেশে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা ধরনের হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। আর এ নির্যাতনের অধিকাংশই যৌন ও শারীরিক। যা আমরা বিভিন্ন সময় জাতীয় দৈনিকগুলোতে দেখতে পাই। আর এগুলো প্রচলিত মানবাধিকারের স্পষ্ট লংঘন। এ ব্যাপারে আমাদের সরকারকেও ভূমিকা রাখতে হবে। নারীদের জন্য দেশের মধ্যেই নিরাপদ ও শরিয়ত সম্মত পরিবেশে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হব। আমাদের দেশের নারীদের শ্রম ও মেধা দেশের মধ্যেই কাজে লাগাতে পারলেই আমরা সর্বাধিক লাভবান হবে। তিনি বলেন, আমরা দেখি দেশে একজন নারী ঘরে বসে কুটির শিল্পে বা অন্য লাভজনক কাজ করে যতটা স্বাবলম্বী হন বিদেশে গিয়ে ততটা ভালো থাকতে পারেন না। সুতরাং বিদেশে পাঠিয়ে তাদের শুধুই কষ্ট আর হয়রানি করার কোন মানে হয় না।“

৩.৩ নারীর কর্মসংস্থানের শরঈ বিশ্লেষণ

নারীদের চাকুরি প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের ইজমা এই যে, যে সমস্ত নারী পরিবারের আর্থিক ব্যায়ভার বহন করতে বাধ্য এবং নিরুপায় তারা ফ্রি মিক্সিং পরিবেশ ব্যতীত পর্দা সম্মত হালাল যেকোনো চাকুরী করতে পারবে। তবে অবশ্যই পিতা বা স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ্যে। বিনা প্রয়োজনে চাকুরীতে না যাওয়াই উত্তম। যদি ফ্রি মিক্সিং চাকুরী করা ব্যতীত খোরাকীর অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ইস্তেগফারের সাথে রুখসত হবে।

মাতাপিতাকে লালন পালনের দায়িত্ব ছেলে সন্তানের। যদি মাতপিতাকে লালন পালন করার কেউ না থাকে, অন্যদিকে মেয়ে স্বাবলম্বী থাকে, তাহলে মেয়ে খরছ করবে। মেয়ে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর মাল থেকে খরচ করতে পারবে না। এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত চাকুরীও করতে পারবে না। বাবা মায়ের ভরণ পোষণের বিকল্প কোনো রাস্তা না থাকলে,আপনি পর্দা সম্মত বা ফ্রি মিক্সিং পরিবেশে নিজেকে সংযত রেখে ইস্তেগফারের সাথে নারী হয়েও চাকুরী করতে পারবেন।

প্রয়োজন, অপরাগতা কিংবা ঠেকায় পড়ার পরিস্থিতি ছাড়া সাধারণ অবস্থায় নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শরীয়ত তাদের ওপর এমন দায়িত্ব আরোপ করে নি, যার কারণে তাদের ঘরের বাইরে যেতে হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

“আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহিলিয়াতযুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।“ [সূরা আহযাবঃ ৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

“নারী গোপন জিনিস, যখন সে ঘর থেকে বের হয় শয়তান তাকে তাড়া করে। আর সে আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নিকটতম তখন হয় যখন সে নিজের ঘরের মাঝে লুকিয়ে থাকে।“ [তাবরানীঃ ২৯৭৪]

নারী মসজিদে যাওয়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

“তাদের জন্য তাদের ঘর উত্তম।“ [আবু দাউদ ৫৬৭]

নারী চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে পারবে। তবে এর জন্য কিছু নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয হবে; অন্যথায় নয়। যেমন,

– যদি সত্যিকারে তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে।

– চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামনজস্যশীল হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা হতে হবে।

– কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

– চাকরির কারণে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে সফর করতে না হয়।

– কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

– নারীর প্রধান কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর খেদমত করা, তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা ও মাতৃত্বের দায়িত্ব পালন করা। যদি চাকরি করতে গিয়ে এসব দায়িত্ব পালনে ব্যাপক অসুবিধা হয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে না। [ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১ ফিকহুন নাওয়াযিল ৩/৩৫৯]

উল্লেখিত ছুরতে উপরোক্ত শর্ত গুলো পূর্ণ ভাবে মেনে মেয়েদের জন্য প্রাইমারি স্কুল বা মেয়েদের স্কুল কলেজে, নার্সিং, ডাক্তারি, ইত্যাদি চাকুরী করা জায়েজ আছে। অন্যথায় জায়েজ নেই। পর্দার বিধান পূর্ণ ভাবে মানতে হবে, বালেগ কোনো পুরুষের সাথেই বিনা প্রয়োজনে কথা বলা যাবেনা, প্রয়োজন পর্দার আড়াল থেকে কথা বলা যাবে, অল্প কথায় শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

পর্দা রক্ষা করা ফরজ।

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

অর্থ: আর তোমরা তাঁর (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। [সূরা আহযাব-৫৩]

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ইমাম কুরতুবী রাহ. উক্ত আয়াতের আলোচনায় বলেন, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাঃ এর স্ত্রীদের কাছে কোনো প্রয়োজনে পর্দার আড়াল থেকে কিছু চাওয়া বা কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিয়েছেন। সাধারণ নারীরাও উপরোক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। [তাফসীরে কুরতুবীঃ ১৪/১৪৬]

অসুস্থ্য মানুষদের সেবা করাও সওয়াবের কাজ। যেহেতু মহিলাদের জন্য মহিলা ডাক্তারের প্রয়োজন। তাই মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান পুরোপুরি ভাবে পালনের শর্তে ডাক্তারী শিক্ষা অর্জন করা,ডাক্তারী করা জায়েজ আছে। [কিতাবুন নাওয়াজেল ১৪/২৫৬] নারীদের নার্স হওয়াও জায়েজ আছে। তবে পরিপূর্ণ পর্দা মেইনটেইন করতে হবে। ঢিলেঢালা পোশাক পরিধান করতে হবে। শুধুমাত্র নারীদের সেবা করতে হবে। সহকর্মীদের সাথে পর্দা মেইনটেইন করে কথা বলবে,অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে হেফাজতে থাকবে। [আই ফতোয়া; আহলে হক্ব মিডিয়া]

ইসলামি স্কলারগন মুসলিম মহিলাদের মেডিকেল পড়াকে ফরযে কিফায়া বলেছেন। অর্থাৎ মুসলিমদের মধ্যে অবশ্যই কিছু মহিলার এ পেশায় আসা আবশ্যক যেন মহিলা সংক্রান্ত অসুখ-বিসুখ, সিজার, সন্তান ডেলিভারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুসলিম নারীদেরকে পর পুরুষ বা অমুসলিমদের শরণাপন্ন না হতে হয়। সুতরাং সমাজের অর্থশালী ও উদ্যোগী ব্যক্তিদের জন্য মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র মেডিকেল কলেজ / ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা ফরজ- যেন আমাদের দ্বীনদার বোনেরা পর পুরুষ থেকে আলাদা থেকে নির্বিঘ্নে এ বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারে। তবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকলেও দীনী কিছু বোনেরা পূর্ণ পর্দা ও শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে প্রচলিত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মেডিকেল বা নার্সিং বিষয়ে পড়াশোনা করবেন এবং ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য আলাদা মেডিক্যাল কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

যতদিন পর্যন্ত দেশে পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু না হচ্ছে ,ততদিন প্রয়োজনের তাগিদে নিম্নোক্ত শর্তাদির সাথে কলেজ-ভার্সিটিতে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

১/শিক্ষা অর্জন দেশ ও মুসলিম জাতীর খেদমতের উদ্দেশ্যে হতে হবে।

২/চোখকে সব সময় নিচু করে রাখতে হবে,প্রয়োজন ব্যতীত কোনো শিক্ষক/শিক্ষিকার দিকে তাকানো যাবে না।মহিলা/পুরুষ তথা অন্য লিঙ্গের সহশিক্ষার্থীদের সাথে তো কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখা যাবেই না।সর্বদা অন্য লিঙ্গর শিক্ষার্থী থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে। [ফাতাওয়া উসমানী ১/১৬০-১৭১)]

আল্লাহ তা'আলা পুরুষ এবং নারী দু'টি ভিন্ন জাতিকে তৈরী করেছেন।এবং তাদের কাজকেও বন্টন করে দিয়েছেন।এভাবে যে, সাধারণত পুরুষ বাহিরে কাজে ব্যস্ত থাকবে এবং নারীরা ঘরের ভিতর সামাল দিবে।এবং সন্তানসন্ততি কে শিক্ষাদীক্ষা দেয়ার মত মহান কাজ আঞ্জাম দিবে।

নারীশ্রম কে ইসলাম নিরোৎসাহিত করেছে। তবে শরয়ী জরুরুতে অনুমোদনও দিয়েছে। ফিৎনার আশংকা না থাকলে নারীদের জন্য একদিন একরাত (পায়ে হেটে) সফর পরিমাণ দূরত্ব তথা (৭৭÷৩=২৫.৬)২৫.৬ কিলোমিটার বা তার চেয়ে কম পরিমাণ জায়গা সফর করা মাহরাম ব্যতীত জায়েয আছে।তবে ফিৎনার আশংকা থাকলে জায়েয হবে না।

মানবিক প্রয়োজন, যার জন্য বের না হলেই নয়। যেমন মাহরাম না থাকাবস্থায় খাবার দাবার ও পোষাক ইত্যাদি ক্রয় বা চিকিৎসা কিংবা মাহরাম আত্মীয় স্বজনকে দেখা

ইত্যাদির জন্য বাহিরে যাওয়া। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে না যাওয়াতে ফরয বিধান পালন হবে।

সহিহ বুখারী ও মুসলিমে উসামা বিন যায়েদ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

“আমার পরে আমি পুরুষদের জন্য মহিলাদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা রেখে যাই নি।” (বুখারী ও মুসলিম)

বিবাহের পূর্বে মহিলাদের ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার পিতার উপর। পিতা না থাকলে বড় ভাই বা অন্যান্য গার্জিয়ানদের উপর। আর বিবাহের পর তার স্বামীর উপর। অতঃপর ছেলের উপর। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানো বা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মহিলাদের ভবিষ্যৎ চিন্তার আশু কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, আল্লাহ তা'আলা এটা বহু পূর্বেই ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তবে যদি দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তি না থাকে অথবা থাকা সত্ত্বেও দেখাশুনা না করে বা করতে না পারে, তখন নিজের চলার জন্য নারী এমন কোনো পেশা গ্রহণ করতে পারে যেখানে শর'য়ী পর্দা লংঘিত হববে না। যেমনঃ- নুরানী মুআল্লীম ট্রেনিং নিয়ে বাড়ীতে বসে মহিলাগণকে কুরআনের তা'লীম দেওয়া, হাতের কাজ করা ইত্যাদি।সর্বাবস্থায় সহ-চাকুরী থেকে বিরত থাকবে, কিন্ত যদি পূর্ণ পর্দার সাথে চাকুরী করতে অপরগ হয় অথবা সহ-চাকুরী ব্যতীত জীবিকানির্বাহের আর কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এতমাবস্থায় অন্যান্য হারাম কাজে জড়িত না হয়ে ইস্তেগফারের সাথে উক্ত চাকুরী করবে এবং সাথে সাথে পর্দাসহ চাকুরীকে খুজতে থাকবে। [আই ফতোয়া; আহলে হক্ব মিডিয়া]

বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম সহশিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের শিক্ষা গ্রহণ বিশেষকরে চিকিৎসা বিদ্যায় নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। চিকিৎসক হিসেবে নারীদেরকে পেশাগত কাজ করার রুখসত দিয়ে থাকেন। তবে এক্ষেত্রে নারী চিকিৎসকগণ পর্দাকে রক্ষার যথেষ্ট চেষ্টাপ্রচেষ্টা করবেন। [আই ফতোয়া; আহলে হক্ব মিডিয়া]

৪ উপসংহার

ইসলাম মানবজাতির জন্য পরিপূর্ণ একমাত্র জীবনব্যবস্থা। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ অবধি সমস্ত প্রয়োজনের ব্যাখ্যা, পরিস্থিতির সমাধান ইসলাম আমাদেরকে বাতলে দিয়েছে। আর সেই সমাধান মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যুগেযুগে হক্কানী উলামাগণ মানবজাতির খেদমতে নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছেন। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহের দ্বারস্থ হওয়া উচিত; এটাই ঈমানের দাবি। তাই আমাদের জন্য শিক্ষা, চাকুরি, বিবাহ, মুয়ামালাত, ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুমকে শিরোধার্য জ্ঞান করতে হবে। ইসলাম নারীদেরকে যেই সম্মান আর নিরাপত্তা দিয়েছে তা বাস্তবায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেই রূপরেখা অনুযায়ী জীবনের সমস্ত কাজ আঞ্জাম দিতে চেষ্টা করতে হবে। নারীদের জন্য ফরয বিধানগুলো পালনে নারীদের সচেষ্ট থাকতে হবে। মুমিন খাহেশাতের দাসত্ব করবে না;মুমিন এক আল্লাহ তাআলার দাসত্ব করবে। আর নারীদেরকে এই আবদিয়াত পালনে সাহায্য করার জন্য উম্মতের পুরুষদের এগিয়ে আসতে হবে। একজন নারীর পারিবারিক অধিকার, সম্মান নিশ্চিত করার ব্যাপারে, নারীর ইজ্জত আব্রু রক্ষার ব্যাপারে, নারীর বাবা-মার ভরণপোষণের ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগ নেয়া প্রতিটা মাহারাম পুরুষের দায়িত্ব। এই দায়িত্বে অবহেলা করে নারীদেরকে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি আর নিরাপত্তার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করা যাবে না। আর যে সমস্ত নারী একান্ত বাধ্য হয়ে ঘরের বাইরে কাজ করতে আসেন, তাদের জন্য পরিপূর্ণ পর্দার পরিবেশের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং তাদের মাতৃত্ব ও অন্যান্য পারিবারিক দায়িত্বের ব্যাপারে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব রাখতে হবে। তাহলেই এই ভারসাম্যহীন নারীবাদের বিপরীতে শরীয়তের অনুসারী হওার ব্যাপারে নারীদের সহযোগিতা করা সম্ভব হবে। তা না হলে, আর্থিক অসহায়ত্বের সামনে নিরুপায় হয়ে নারী নিজের জন্য এমন কাজ আর পরিবেশ বেছে নিতে বাধ্য হবে যা তার ইজ্জত, ইমান কোনটার পক্ষেই অনুকূল হবে না। আমদেরকে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামে নারীপুরুষকে পরস্পর সহযোগী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে; প্রতিযোগী হিসেবে নয়। সুতরাং সেই সহযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুরুষদের; আর তার অনুসরণ করার দায়িত্ব নারীদের। তবেই একটা ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব ইং শা আল্লাহ।

তথ্যসূত্রঃ

১। সূরা আল-বাকারা

২। সূরা আল-মুজাদালা

৩। সূরা আন-নূর

৪। সূরা আন-নিসা

৫। সূরা আল-আহযাব

৬। তাফসীরে কুরতুবী

৭। ফাতাওয়ায়ে উসমানী

৮। সহিহ বুখারী

৯। সহিহ মুসলিম

১০। সুনান আবু দাউদ

১১। সুনান ইবনে মাজাহ

১২। আত-তিরমিজি

১৩। আত-তাবারানি

১৪। মুসনাদে আহমাদ

১৫। আকদুল ফারিদ

১৬। সিয়ারু আলামিন নুবালা

১৭। আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া

১৮। রদ্দুল মুহতার

১৯। কিতাবুন নাওয়াজেল

২০। ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ

২১। আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল কুয়ইতিয়্যাহ

২২। ইসলাহে মুআশারাত- মুফতি মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

২৩। মাসিক আল কাউসার

২৪। আই ফতোয়া

২৫। আহলে হক্ব মিডিয়া

২৬। তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া

২৭। সিয়ারু আলামিন নুবালা